স্বপ্নের গ্রাম

নামঃ দুলাল কুমার মণ্ডল

পিতাঃ মৃতঃ প্রফুল্ল কুমার মণ্ডল

গ্রামঃ কলকলিয়া

ডাকঘরঃ কলকলিয়া

উপজেলাঃ ফকিরহাট

জেলাঃ বাগেরহাট।

দুলাল কুমার মন্ডল

হ্যালো বন্ধু হ্যালো যাবে নাকি বলো...

সবুজে ঘেরা , ধানে-মাছে ভরা,

ঘেরে-ঘেরে বাঁধা, একটুও নাই জমি ফাঁকা

গ্রামটি মোদের কলকলিয়া।

নেই কোনো খনিজ তেল, তবুও কুয়েত ফেল

চিংড়ি মাছের চাষ সে যেন এক আজব খেল।

নয়তো শুধু রুই-কাতলা আর মৃগেল মাছ,

চিংড়ি পোকার হয় বারো মাস চাষ।

স্বাদু জলে গলদা, লোনা জলে বাগদা

একথাটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই জ্ঞাত,

ফলতিতাতে মাছের আড়ৎ

বাগেরহাটে খ্যাত।

যখন ছিল আমার শৈশব বেলা,

চারপাশে ছিল খোলা-মেলা।

 মৃদু-মন্দ বাতাস ফসলের ক্ষেতে দিয়ে যেত দোলা,

কৃষকের মুখেছিল আরও হাসির মেলা।

আছে এক জ্ঞানের ভাণ্ডার এ স্বপ্নের গ্রামে

জ্ঞান পিপাসা লাগে যার ছুটে যায় তার মাঝখানে।

যদি তোমার ইচ্ছে হয় নামটি জানার,

সকলেই বলে দেবে আশালতা স্মৃতি - পাঠাগার।

শিক্ষা ও দীক্ষায় যদিও একটু পিছিয়ে,

ফেসবুকে আছে তার চৌগুণ এগিয়ে।

আঠারো বছর বয়স যার পাসপোর্ট করে,

ভাগ্য ভালো হলেই সে কোরিয়াতে চলে।

শায়িত আছে উত্তর মাটিয়ারগাতী,

প্রানের গোঁসাই হরবিলাস ও মৃত্যুঞ্জয়,

তাদের স্মরণে প্রতিবছর সেখানে

ভক্তের সমাগমে বন্যা বয়।

নেই কোনো স্থান দর্শনীয় তবুও অতি স্মরণীয়

গোদাঁড়া ও ডোঙ্গার গেট ,

কলকলিয়াতে বসে বাজার

সপ্তাহে দু’বার জমে বেশ।

হ্যালো বন্ধু হ্যালো যাবে নাকি বলো...

আমাদের দ্বাদশ প্ললীতে?

একের পর এক গ্রাম গুলি রয়েছে দাঁড়িয়ে

মৃত প্রায় চিত্রা নদী ঘেঁষে।

নামযজ্ঞ, কবিগান, যাত্রাপালা ও ধর্মীয় গান হয় এখানে,

প্রতিবছর দুর্গা ও কালী পূজা নব রূপে সাজে।

ভাদ্রমাসে নৌকাবাইস অন্য সময় মেলা,

দ্বাদশপল্লীর লোক অংশ গ্রহণে, নাহি করে অবহেলা।

হ্যালো বন্ধু হ্যালো দেখবে যদি চলো ...

আমার স্বপ্নের গ্রামে ,

নেই কোনো ভেদা-ভেদ, নেই কোনো ক্লেশ

সকাল-সন্ধ্যায় চায়ের দোকানে আড্ডাটা চলে বেশ।